খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail	: jbi.alumni.1914@gmail.com	সভাপতি	: দীপাঞ্জন বসু '৬৪
Website	: www.jagadbandhualumni.com	সাধারণ সম্পাদক	: রজত ঘোষ '৮৫
Facebook	: www.facebook.com/jbialumni	পত্রিকা সম্পাদক	: সুকমল ঘোষ '৬৯
Blog	: http://jagadbandhualumni.com/wordpress/		

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 4 • 15 April 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

প্রত্যেক প্রাক্তনীকে নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। অনেক প্রাপ্তি, অনেক বিয়োগব্যথা নিয়ে একটি বছর কাটলো। আমাদের থেমে থাকার উপায় নেই কারণ গতিই জীবন।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস আমাদের ভাষার দুই প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জন্মদিন। প্রতিদিনের জীবনে তাঁরা যে আমাদের কতবড় পথ প্রদর্শক তা বলে বোঝানো যায় না, তাদের বিনম্র প্রণাম জানাই।

পরিশেষে, অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের উপস্থিতি কামনা করছি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামতও আমরা প্রার্থনা করি। এই সংখ্যায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ চক্রবর্তীকে সম্মান জানানো হল।

নববর্ষের অনুষ্ঠান

১৪২৩ সনকে স্বাগত। প্রাক্তনী ও তাদের পরিবারকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা ।

আগামী ২৪ এপ্রিল ২০১৬ মাসের শেষ রবিবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় অ্যালমনির অফিসে আমাদের নববর্ষের অনুষ্ঠান। গানে, গল্পে, আড্ডায় নতুন বছরকে নতুন আঙ্গিকে আমরা বরণ করে নেব।

এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আসতে অনুরোধ করছি।

- দেবপ্রসন্ন সিংহ '৬৭
আহ্বায়ক

অনুষ্ঠিত হল উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা-২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত বছরের মতো এবছরেও অবনীন্দ্র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা-২। বক্তৃতার বিষয় ছিল "স্কুলের বিদ্যাভাসে শিল্পকলার অবস্থান।" বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও শিল্পকলা শিক্ষক শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মাননীয় সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসু। তারপর শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীসরোজ দত্ত কর্তৃক বই-এর আকারে প্রকাশিত হয় গত বছরের বক্তৃতা "বাংলা মাধ্যমের স্কুল কি ধ্বংসের পথে?" আমাদের স্কুলের প্রাক্তনী, শ্রী শনীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত এই স্মারক বক্তৃতার রূপরেখাটি সভাপতি শ্রী বসু সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন। উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পরিচয় পর্বটি খুব সুন্দরভাবে সেরে ফেলেন সম্পাদক শ্রী রজত ঘোষ।

শ্রী সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি রোমন্থন করেন। পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জ্ঞাপন করেন প্রাক্তনী শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ।

এরপর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। শিল্প ও সংস্কৃতি বাংলা মাধ্যমের স্কুলে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা সুন্দর ভাবেই ব্যক্ত করেছেন শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু মনকে স্বাধীনভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়াও অভিভাবকদের প্রতি তিনি অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন পড়াশুনায় চাপ দিয়ে তাদের সন্তানদের শৈশবটা কেড়ে না নেন। তিনি আরও বলেন শিশুর শিল্প ও সংস্কৃতিবোধ বাড়ি থেকেই তৈরি হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন - শিশুর জুতোটা বা জামাটা গুছিয়ে রাখা বা শিশুর সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া না করা, যা শিশু মনকে প্রভাবিত করে। এরকম অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে ভাগ করেন যা বাড়ির সচেতনতার অভাব থেকে আসে এবং শিশু মনে অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে। আলোচনা পর্ব ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে এবং সঙ্গে এগোতে থাকে ঘড়ির কাঁটা। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন - বাবা বা মায়েরা নিজেরা শিশুমনের বিস্তার থেকে বঞ্চিত না হয়েও তারা তাদের সন্তানদের কীভাবে এটা

(২নং পৃষ্ঠায়)

এই সংখ্যাটি শুভ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৫-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

(পৃষ্ঠার পর)

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা-২

ক বঞ্চিত করেছে?

এ বিষয় তো থানবার নয়, কিন্তু থানাতেই হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব হলে আহ্বায়ক শ্রী সৌভিক ঘোষাল মাননীয় উপেন্দ্রনাথ দত্তের বার, শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত সকলকে এবং অনুষ্ঠানে য্যকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানেরপরিসমাপ্তি ণা করেন। সঙ্গে ছিল একটু চা-বিস্কুটের বন্দোবস্ত।

আমরা অর্থাৎ প্রাক্তনীরা প্রত্যেকেই শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি ওনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ করেছেন? এবং খুব সুন্দর একটি সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিয়েছেন। যে বক্তৃতায় আমাদের স্কুলের প্রাক্তনী ও বাইরের শ্রোতা সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছেন। আশা করি এই বক্তৃতা বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিকে এক নতুন পথের দিশা দেখাবে।

পলাশ পাল, ২০০২

শ্রদ্ধায় স্মরণে - শক্তিপদ চক্রবর্তী

জগদ্বন্ধু অ্যালননি অ্যাসোসিয়েশনের একটি আয়োজন। শক্তিপদ বর্তী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। গত ৩মার্চ ২০১৬ তিনি আমাদের ড়ে চলে গেছেন। তাঁকে স্মরণ করতে বা সম্মান জানাতে ২০ মার্চ ায় অ্যালননি অফিসে ওঁনার গুণমুগ্ধরা সমবেত হয়েছিল। ছিলেন র সহকর্মী নিরঞ্জন রায়, অঞ্জনা ভট্টাচার্য, মঞ্জরী গুপ্তা, অলোক বসু, চরণ মান্না এবং স্যারের কন্যা সুদীপ্তা ও জামাই অভীক চন্দ।

স্মরণসভার প্রথমেই সম্পাদক রজত ঘোষ বলেন, আভিধানিক কখনও কখনও খুব সত্যি হয়ে উঠে। যেমন 'আকস্মিক' শব্দটি। বছর বয়সে স্যার অকস্মাৎ চলে গেলেন, যা মেনে নিলেও ঠিক ন নেওয়া যায় না। সভাপতি দীপাঞ্জন বসু তাঁর স্মৃতিচারণায় ক্তিবাবুর সাহচর্যের কথা যেমন স্বীকার করেন, তেমনই যে ফেব্রুয়ারিতে পুনর্মিলন উৎসবে ওঁদের একই মঞ্চে অবস্থানের কথা। ন রায়চৌধুরী '৫৩ সালের ছাত্র অকপটে স্বীকার করেন যে যাঁকে ান জানানো যায়, তিনিই শক্তিবাবু। সুদীর্ঘ দিন ধরে শক্তিবাবুর ে অ্যালননি অ্যাসোসিয়েশনের সৌহার্দ্যপূর্ণ নানান সম্পর্কের কথা ল্লেখ করেন। স্কুল আর প্রাক্তনীরা স্যারের উৎসাহে একে অন্যের পূরক হয়ে ওঠে। খেলাধূলা সহ বিবিধ অনুষ্ঠানেই তাঁকে সর্বতো ব আমরা পেয়েছি। ঋক্ ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'শেষ পাড়ানির কড়ি ড় নিলেন' গেয়ে শ্রদ্ধা জানায়। দীর্ঘদিনের সহকর্মী অলোক বসুর াপচারিতায় ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার অনুসারী হয়ে স্কুলের নানান ার কথা উঠে আসে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি সনীরেন্দু '৫৪-র ছাত্র শক্তিবাবুর নামে কোন স্মারক বৃত্তি প্রচলনের প্রস্তাব দেন। প্রসন্ন সিংহ '৬৭ ব্যাচের ছাত্র স্কুলের পরিচালন সমিতিতে একসঙ্গে কাজ ছিলেন, সেই প্রসঙ্গক্রমে বলে, স্কুল পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার কথা।

অঞ্জনা ভট্টাচার্য তাঁকে দেখেছেন অনেক কাছ থেকে। তাঁর চারণে সেইসব স্মৃতি আবর্তিত হতে থাকে। ২০০০ সালের ছাত্র অঙ্কন মিত্র স্যারের অভিভাবকত্বের প্রসঙ্গ এনে তাঁর ভরসা দেবার বা ভরসা করার কথা বলেন। নিরঞ্জন রায় বেশ খানিকটা আবেগতাড়িত হয়েই বলেন যে অ্যালননি অ্যাসোসিয়েশনকে বিশেষ ধন্যবাদ শক্তিবাবুর এই স্মরণসভা আয়োজন করার জন্য। শক্তিবাবুর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সহকর্মীদের সাহায্য করার মানসিকতা নিয়েও বলেন। সুদীপ্তা চন্দ, স্যারের মেয়ে, যার কথায় একজন বাবার কথা উঠে আসে। সরাসরি তেমনভাবে কিছু না বললেও সবদিক দিয়ে যে আগলে রেখেছিলেন তা বেশ সুস্পষ্ট ছিল, সুতরাং একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে কোথাও। পড়তে গিয়ে 'হেডস্যারের মেয়ে' বলে একটু দূরত্ব বজায় রাখলেও পরবর্তীকালে বাবা তাঁর সেই দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে বন্ধুর মতো পাশে ছিলেন। অভীক চন্দ (জামাই) খুব অন্তরঙ্গ ভাবে না পেলেও সবসময় একটা ভরসার জায়গা হিসেবে শক্তিবাবুকে পেয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষে প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে স্যারের চলে যাবার খবর শুনে প্রাক্তনীদের তাৎক্ষণিক অনুভব, যা অ্যালননির বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় তারা ব্যক্ত করেছিলেন। তার পনের পৃষ্ঠার একটি সংকলন সুদীপ্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সোশাল মিডিয়ায় প্রাক্তনীদের স্মরণ ঃ

দেবপ্রকাশ চক্রবর্তী '৬২ - অপূরণীয় শব্দটি-র অর্থ বহু ব্যবহারে হয়তো কিছুটা ম্লান। কিন্তু শক্তিবাবুর মতো মানুষ যখন হারিয়ে যায় তখন সে ক্ষতি সত্যিই অপূরণীয়। বহুদিন একসাথে কাজ করেছি আমাদের স্কুলে। সুবিবেচনার জন্য বেশি সময় লাগত না ওঁর। কিন্তু আমার থেকে অনেক পরে এসেও আমার থেকে আগে চলে যাওয়াটা মোটেই সুবিবেচনার কাজ হয়নি। কোনো স্কুলের প্রধান হওয়াটা সফলের জন্য নয়, সেটা শক্তিবাবুকে দেখলে বোঝা যেত যতক্ষণ স্কুলে থাকতেন। কিন্তু বাইরে এক খোলামেলা সাদাসিধা মানুষ। ওঁকে আমাদের সফলের আরো অনেকদিন দরকার ছিল। তাদের মধ্যে একজন বা কয়েকজন যদি ওঁনার

মতো বা কাছাকাছি হয়ে উঠতে পারে তবে এই অকালে চলে যাওয়াটা বোধহয় ক্রমে সয়ে যাবে।

রজত ঘোষ '৮৫ – 'আকস্মিক' শব্দটা আবারও তার আকস্মিকতা প্রমাণ করল। মাত্র ১১ দিন আগেই পুনর্মিলন উৎসব'এর দিনের অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটালেন ... তাই মেনে নিতে সত্যিই অসুবিধা হচ্ছে। আসলে স্যারকে পেয়েছি অনেক আঙ্গিকে – ছাত্র হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে, আবার পেয়েছি অ্যালমনির সূত্রে নিবিড় করে। প্রথম পর্বে ছিল শ্রদ্ধামেশানো একটা ভয়, পরবর্তী পর্যায়ে যখন উনি প্রধানশিক্ষক তখন রীতি বা প্রোটোকল মেনেও শিখেছি অনেক। কাজের প্রতি ওঁনার ভালোবাসা বা নিষ্ঠা ওঁনাকে অননুকরণীয় সীমার উপরে উন্নীত করেছিল। নানান বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ বা সাহস দিয়ে কার্যত স্নেহই দিয়েছিলেন, যা আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল।

অয়ন চট্টোপাধ্যায় ২০১১ – সাল ১৯৯৯। বয়স কম হলেও দাদার সঙ্গে স্কুলে পড়ার শখ প্রবল। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। এক বছর ছুটি কাটাবার উপদেশ শোনেন অভিভাবক শোনেন বহুমুখে। এরকম সময় শক্তিবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন আমার সর্বপ্রথম ইন্টারভিউয়ের। ''দাদার স্কুলে পড়বে? ... দাদা কোন ক্লাসে পড়ে জানো ... এরপর দাদার কোন্ ক্লাস হবে বলো তো ... কোন্ ক্লাস থেকে এইটে উঠেছে জানো...?'' নিজের অজান্তেই সব সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। সেইদিন থেকে হয়ে উঠি স্কুলের অংশ। পরের ৯ বছরে সেই ভয় শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। লাভ করেছি মানুষ হবার শিক্ষা। শক্তিবাবুর গলার আওয়াজে একসময় আমাদের স্তব্ধতা নেমে আসত, আজ অকস্মাৎ সেই বজ্রকণ্ঠ স্তব্ধ। শক্তিবাবুর চিরোজ্জ্বল উপস্থিতি ছাত্রদের মধ্যে।

সমীরেন্দু দত্ত '৫৪: Indeed, very tragic ! Almost unbelievable. May his soul rest in peace.

দেবপ্রসন্ন সিংহ '৬৭– শক্তিবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে স্কুল সংক্রান্ত অনেক কথা হয়েছে। অ্যালমনি তৈরির গোড়ার দিকে তাঁর ভূমিকা ও অনেক কথা মনে হচ্ছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিবেকানন্দ দত্ত – Very unbelievable sad news indeed, may his soul rest in peace.

অরিন্দম বসু - I stay at Delhi so it is not possible to attend the shok sabha however my heart is really pained. Shaktibabu was such a gentleman and good teacher we can only know who had the opportunity to attend his classes. May his soul rest in peace.

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫ – ''শান্ত মানুষের হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই ...'' (জীবনানন্দ)। আমাদের শক্তিবাবু আমাদের হৃদয়ে, উনি আর কোথাও নেই। চেয়ারে নয় টিচার-ডেস্কের ওপরে ব'সে হাতে একটা উৎকট বড়ো ভয়-দেখানো ছড়ি নিয়ে ক্লাসরুমে তাঁর উপস্থিতি খুব মনে পড়ে। মাধ্যমিকের আগে টেস্ট পেপার সলভ করার সময়ে সন্ধি সমাসে আটকে গিয়ে ছুটির মধ্যেই গিয়েছি বহুবার তাঁর কাছে। সস্নেহ সাহায্য পেয়েছি। ঢোলা হাফশার্ট না-গুঁজে পরাই ছিল ওঁর স্টাইল। হাতের বড়ো ছড়িটি আমাদের কাছে ছিল মজার বস্তু, কখনও বিভীষিকাময় হয়ে ওঠেনি। ৩ মার্চ সন্ধ্যেয় ওঁনার অসুস্থতার খবর পাই পাড়ায়। হোয়াটসঅ্যাপে জানাই। তখনও ভাবিনি উনি আর সুস্থ হবেন না। যেমন দরাজ জীবনযাপন, তেমনই অক্লেশ প্রস্থান তাঁর।

অর্পণ ভট্টাচার্য – খুব খারাপ খবর। ভালোমানুষ ছিলেন।

সুরজিৎ পাল – আমাদের সময়ে হেডস্যার ছিলেন মনটা ভার হয়ে আছে।

তৃষিত পোদ্দার – ঝর্ণা দিদিমনির পরে ওঁনাকে পেলাম হেড টিচার হিসাবে। মাঠের ধারে বেতহাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দেবজ্যোতি ব্যানার্জি

পুলক চৌধুরী - রজত এই খবর এইমাত্র পেলাম। লিখবার ভাষা নেই।

সুভাষ বোস 1949 - i remember joyfully i met him during our school alumni reunion on 21st ultimo, i did not apprehend that it would be the last occasion of my meeting him. the late saktibabu had the habit of gracefully attending all our school programmes as his kind habit. though he was much younger in age from me, i salute him for his ability as the head master of my Alma mater, i pray- MAY HIS SOUL REST IN ETERNAL PEACE

যুগল কুণ্ডু - It is a great loss for a teacher like him. He was sincere for the improvement of JBI students as I saw him briefly in first few years.

Arnab Patra - Its very unfrtunate & heart broken too..."SIR" is no more...we lost a grt personality as well as an excellnt Head Master ever I hv seen in my lyf...May still try to follw His philosophy nd guidnce in my lyf..May try to being Man as He was..!! And I'm sure He will always alive with us..with our career..our success nd our achivement...R.I.P. SIR !! Stay healthy and peaceful where ever U are !!

সায়নদীপ সরকার – স্যার, প্রিটেস্ট-এর বিষয়ে আমাদের বলতে গিয়ে, মোবাইল কার্ড ভরার প্রিপেড –এর প্রসঙ্গ টানলেন, একবার। এরকম অনেক স্মৃতি, ভয় পেতাম, ভালোও বাসতাম।

অরিজিৎ চৌধুরী - If you have a sister and she dies, do you stop saying you have one? Or are you always a sister, even when the other half of the equation is gone... I would like to mention "He is my teacher" rather He was... as he always will be there.....

দেবাশিস সরকার - Please accept my heart felt condolences for the tragic death of Shaktibabu. May his soul rest in peace.

এছাড়াও শক্তিবাবুর আত্মার শান্তি কামনা করে স্মরণবাক্য লিখে পাঠান অর্ণব ঘোষ ২০০২, রনি সরকার, অর্কপ্রভ দে, অনির্বাণ ব্যানার্জি, অয়ন দাস, দেবায়ন মজুমদার, প্রতীপ ধর, সৌমেন বসু, হীরক সেনাপতি, দেবায়ন ভট্টাচার্য, সায়ন্তন ঘোষ, অমিত বাগচী, শীর্ষেন্দু বাগচী, সৌরদীপ মজুমদার, দেবায়ন ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।

ক্রিকেটার সুরূপ গুহঠাকুরতা

স্বপন রায়চৌধুরী

বালিগঞ্জের অধিবাসী যে সব খেলোয়াড় বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সুরূপ গুহঠাকুরতা তাদের অন্যতম।

১৯৩৫ সালে বরিশালে সুরূপ গুহঠাকুরতার জন্ম, পিতার নাম নির্মল গুহঠাকুরতা। এই ক্রিকেটারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে, পরে বালিগঞ্জের জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে।

কলেজ জীবন কাটে আশুতোষ কলেজে। খুব ছোটোবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার দিকে ঝোঁক ছিল। ক্রিকেট খেলায় প্রথম প্রশিক্ষণ পান এরিয়ান্সের গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে। কলকাতার সিনিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে কালীঘাটের হয়ে খেলা শুরু করেন, পরে মোহনবাগানে খেলেন। ৫৪-৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু।

প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেটে টাউন, গীয়ার ও এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে শতরানের রেকর্ড আছে। ৬২-৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নেন। ৬৪-৬৫ সালে রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ গড় ও রানের রেকর্ড আছে। তিনি ক্যালকাটা ক্লাবের প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক।

১৯৮৩ সালে, ক্যালকাটা ক্লাবের হয়ে তিনি ঢাকা সফর করেন।

৭৫-৭৬ সালে সর্বভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কোচ ছিলেন। সর্বভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নির্বাচকও ছিলেন। ৭১-৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দলের নির্বাচক ছিলেন।

সুভাষ গুপ্তে, দাত্তু ফাদকার, বিজয় মঞ্জরেকার, নবাব পাতৌদির সঙ্গে খেলেছেন। পি বি দত্ত ও নির্মল চ্যাটার্জী ছিলেন খুব কাছের মানুষ।

সুরাপোরা যখন বাংলার হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন তখন খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র দশ টাকা। এখন রঞ্জি ট্রফি খেলে পাওয়া যায় ১৫,০০০ টাকা।

সুরাপোরা খেলার আনন্দে খেলেছেন তাই এ নিয়ে দুঃখিত নন বরঞ্চ আনন্দিতই কারণ বিভিন্ন পেশার মানুষেরা যখন প্রভূত অর্থ রোজগার করছেন তখন খেলোয়াড়রাই বা বঞ্চিত হবেন কেন, তবে তিনি মনে করেন তাদের সময়ে খেলার জন্য বরাদ্দটা যদি বেশি থাকত তবে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের খানিকটা সুবিধে হত।

অত্যন্ত বিনয়ী, ঘরোয়া মানুষ সুরূপ, একটু অন্তর্মুখী চরিত্রের।

তিনি মনে করেন খেলাধূলা করার মাঠ বিভিন্ন অঞ্চলে নেই বললেই চলে। বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু খেলার মাঠ তৈরি করলে নতুন প্রতিভা উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

সুরূপ গুহঠাকুরতার মতো ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা বাংলার নবীন ক্রিকেটারদের সমৃদ্ধ করবে সে বিষয়ে সংশয় নেই।

আমরা চাই বাংলার ক্রিকেটের সঙ্গে তিনি আজীবন যুক্ত থাকুন।

আমরা এই বিনয়ী, প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড়কে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

তাই লব-কুশ, কৃষ্ণ-বলরাম, দুর্যোধন-দুঃশাসন, বালি-সুগ্রীব, কৃপ-কৃপী এমনতর উদাহরণ কোথাওই কোনো নতুন মাত্রা নেই। প্রেম বা দাম্পত্যের জুটি স্বাভাবিকভাবেই। মহাকাব্যিক উপাদন হবে, তাই কৃষ্ণ-রাধা বা রান-সীতার কথা আলাদা করে তোলার প্রয়োজন পড়ে না। 'ভাই-বোন'—এই কম্বিনেশনের দৃষ্টান্ত থাকলেও কৃপ-কৃপী বা রানের দিদি শান্তার মতো তাদের কাহিনি অস্তিত্ব খুবই ক্ষীণতম। রাধা-কৃষ্ণ বা রান-সীতা যেমন যথাক্রমে 'প্রেম' ও দাম্পত্যের জুটি হিসাবে একদম টেক্সট-এ পরিণত হয়েছে, সেখানে শান্তনু ও গঙ্গার সম্পর্ক বা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর সম্পর্ক দাম্পত্যের কারণেই খুব জনপ্রিয় না হলেও ছোটো-খাটো কাহিনীর বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। সেরকমই বাবা-ছেলের সম্পর্কের মধ্যে দ্রোণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে গাঢ় বন্ধন দেখতে পাই আমরা।

অন্যদিকে রান-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বের প্রতীক বলেই বনবাস, লক্ষণের গণ্ডী, সীতাহরণ, শক্তিশেল — এমন বহু অংশে রামায়ণে কখনো বাল্মিকী বা কখনো কৃত্তিবাসদের মতো পরবর্তীকালের কাহিনিকারদের মাধ্যমে গল্প-উপগল্পে রান-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব গাথা সংযোজিত হয়েছে।

কিন্তু এগুলি সবই বেশ পপুলার ধাঁচার জুটির কম্বিনেশন। মহাভারতে একমাত্র কৃষ্ণ-অর্জুন পিসতুতো-মামাতো ভাই সম্পর্ক কাটিয়ে 'বন্ধু' বা 'সখা'-র মতো একটা আধুনিকমনস্ক জুটি সম্পর্কতায় উপনীত হতে পেরেছে। সেখানে কৃষ্ণ-অর্জুনের পূর্বজন্ম সংক্রান্ত গল্পে 'নর' ও 'নারায়ণের' মধ্যে কাহিনিকার বন্ধুত্বের সংজ্ঞারোপেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বন্ধু'-র মতো এমন চমৎকার দ্বি-বন্ধনী মানব সম্পর্ক কিন্তু পুরাণের পাতায় খুব বেশী চোখে পড়ে না। (ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook-এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোনঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.